MAR 10 2001

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা: 7 ... কলাম .. 0 ... ... /

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর

সূত্র নং-জাতী.বি/ডি.দ/২০০১(৩১) তারিখ ঃ ৯/৩/২০০১

মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

অপ-সাংবাদিকতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন

বিগত চার মাস ধরে দৈনিক জনকণ্ঠ ও দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রসঙ্গে মিথ্যা, বানোয়াট ও উস্কানিমূলক সংবাদ পরিবেশন করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে দৈনিক জনকণ্ঠ ও দৈনিক ইনকিলাব একই রকম বিদ্বেষ ও স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা সংবাদ প্রচারের ভাবধারায় সংবাদপত্রের সকল প্রকার নীতিমালা ভঙ্গ করে অভিন্ন গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন ও বিকৃত রুচি প্রকাশে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০০১ সালে এ দুটি পত্রিকায় মাননীয় সাংসদ জনাব আলমগীর কবীরের বরাত দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্পর্কে যেসব মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা নিম্নস্বাক্ষরকারীর গোচরে এসেছে।

এ দুই পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান উপাচার্য মহোদয়ের এক বোন অনার্স পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন এবং তিনি প্রভাব খাটিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিভাগ পাইয়ে দেন। এ তথ্যটি আদৌ সত্য নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তার যে বোন অনার্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি অনার্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হননি। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, মাননীয় উপাচার্য ছিলেন ঐ পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক। এটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। অনার্স পরীক্ষায় প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের কোন রীতি বা বিধি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনোই ছিল না এবং এখনও নেই। কাজেই তার প্রধান পরীক্ষক হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি পত্রে দুজন করে পরীক্ষক থাকেন, প্রয়োজনে তৃতীয় পরীক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং তাদের নাম পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির জানার সুযোগ থাকে না। প্রাথমিকভাবে ফলাফল প্রকাশের পর পরবর্তীকালে তা বিধি মোতাবেক যাচাই-বাছাই এবং সূক্ষ্ম নিরীক্ষণে ভুলত্রুটি (যদি থাকে) সংশোধন করে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়। উক্ত পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল। উল্লিখিত দুটি পত্রিকায় আরো প্রকাশিত হয় যে, ঐ ছাত্রীটি মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে চতুর্থ হন। এ তথ্যটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পনাপ্রসূত। প্রকৃত ঘটনা হল, উক্ত পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উক্ত উভয়বিধ পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য, প্রশ্ন প্রণয়নকারী, পরীক্ষক, টেবুলেটর বা ঐ পরীক্ষার কোনরকম কোন কাজে কোনভাবেই বর্তমান উপাচার্য জড়িত ছিলেন না। এ জাতীয় লাগামহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বানোয়াট ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি বিনষ্টের অপচেষ্টা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পরীক্ষা সম্বন্ধে বিগত কয়েক মাস ধরে যে সমস্ত মিথ্যা সংবাদের ছদ্মাবরণে অপপ্রচার চালানো হয়েছে সে-জন্য দৈনিক জনকণ্ঠ ও দৈনিক ইনকিলাব কর্তৃপক্ষ নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করলে ভবিষ্যতে তার সম্পূর্ণ দায়ভার তাদেরকে বহন করতে হবে। এ পত্রিকা দুটি একই কায়েমী স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে অতীতেও এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বহুবার মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া ও উস্কানিমূলক মুখরোচক কুৎসা প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও তা স্ব-স্ব পত্রিকায় ছাপানোর রীতি তারা ইতোপূর্বে অনসরণ করেনি। তাই জনস্বার্থে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো।